

6/24/2020

Feasibility Study on *“Coordinated Complex of Department of Public Libraries (DPL) and National Museum”*

Department of Public Library - Library Building

Report Submitted To

Md. Mahabubur Rahman
Executive Engineer
Dhaka PWD Division-4
Executive Engineer Office
Public Works Department
Ministry of Housing and Public Works



Report Prepared By

Sustainable Research and Consultancy (SRC) Ltd.
H# 28, Level 2, Kawran Bazar, Dhaka-1215.
Mobile: +88 01711 459 532
Email: srcl.group.bd@gmail.com
Web Email: md@srclbd.com



**Sustainable Research
and Consultancy (SRC) Ltd.**

Source: 23.06.2020/2407

Date: 24.06.2020

To

Md. Mahabubur Rahman

Executive Engineer

Dhaka PWD Division-4

Executive Engineer Office

Public Works Department

Ministry of Housing and Public Works

Peoples Republic of Bangladesh.

Subject: Submission of *“Feasibility Study on Coordinated Complex of Department of Public Libraries (DPL) and National Museum” - Department of Public Library - Library Building*”.

Dear Sir,

According to letter source 23.07.2020/2407, the *“Feasibility Study on Coordinated Complex of Department of Public Libraries (DPL) and National Museum” - Department of Public Library - Library Building*” is submitted for your ready reference.

According to the Terms of Reference (ToR) all subjected matters are incorporated in this report. Please accept our submission and oblige thereby.

Sincerely Yours

Feasibility Study Team:

To conduct the feasibility study for this project one technical was working for full study development and implementation. The team was composed with structural engineering, electrical engineer, Environmental and Social Specialist, Economist and other supporting staffs. All of the members in this study team are educated, experienced and dedicated for this team work. The study team composition is here,

Sl. No.	Name	Qualification	Designation
1.	Engr. Sadequr Rahman	M. Sc. In WRD (BUET)	Sr. Structural Engineer
2.	Engr. Masud Islam	B. Sc. In Civil Engineering (SUST)	Structural Engineer
3.	Engr. Saiful Islam	B. Sc. In EEE (BUET)	Electrical Engineer
4.	Abu Jubayer	M. Sc. In WRD (BUET)	Environmental Specialist
5.	Md. Monowarul Islam	M. S. S. in Economics (DU)	Economic Evaluation Specialist
6.	Other Supporting staffs	Various	Various

সূচিপত্র

১. ভূমিকাঃ	১
২. পটভূমিঃ	১
৩. ন্যায্যতা প্রতিপাদনঃ	২
৪. প্রকল্পের অবস্থানঃ	৩
৫. প্রকল্পের অবকাঠামোগত সম্ভাব্যতাঃ	৪
৬. পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নঃ	৪
৬.১ সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবঃ	৪
৬.২ প্রশমন ব্যবস্থাঃ	৪
৬.৩ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাঃ	৪
৭. পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণঃ	৪
৮. অর্থনৈতিক মূল্যায়নঃ	৫
৯. সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণঃ	৫
১০. উপসংহারঃ	৫
১০.১ কাঠামোগত রূপরেখাঃ	৫
১০.২ ভিত্তির ধরণ বিবেচনাঃ	৫
১০.৩ সামাজিক এবং পুনর্বাসনের প্রভাব বিবেচনাঃ	৬
১০.৪ পরিবেশগত দিক বিবেচনাঃ	৬
১০.৫ অর্থনৈতিক ন্যায্যসঙ্গতাঃ	৬
১১. মতামত ও সুপারিশঃ	৬
পরিশিষ্টঃ	উৎসউৎস! ইডুডশসধৎশ হডঃ ফবভরহবফ.

১. ভূমিকাঃ

একটি দেশের সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড সেদেশের জাতিগত অভিরুচির পরিচয় নির্দেশক। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে গ্রন্থাগার অন্যতম। গ্রন্থাগারকে বলা হয় জ্ঞান ও তথ্য আদান প্রদানের একটি কার্যকর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। গ্রন্থাগারসমূহের মধ্যে গণগ্রন্থাগারের কার্যকারিতা আরও গুরুত্বপূর্ণ। জ্ঞান ও তথ্য বিতরণের এই ফলপ্রসূ কার্যকারিতার কথা বিবেচনা করে ইউনেস্কো জাতীয় কমিশন কর্তৃক গণগ্রন্থাগারকে জনগণের বিশ্ববিদ্যালয় বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। গণগ্রন্থাগারের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হচ্ছে: (ক) শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদান রাখা; (খ) আধুনিকতম প্রযুক্তি ব্যবহার করে সঠিক সময়ে সঠিক ব্যক্তিকে সঠিক তথ্য প্রদান করা; (গ) মানসিক উৎকর্ষ সাধনে বিনোদনের ব্যবস্থা করা; এবং (ঘ) সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণমূলক কাজ করা ইত্যাদি।

সরকারের গুরুত্বপূর্ণক্ষেত্র যেমন শিক্ষা, কৃষি, মৎস, যুব উন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ প্রভৃতি ইতোমধ্যেই উপজেলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। ‘জাতীয় গ্রন্থনীতি-১৯৯৫’ এবং ‘জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি-২০০১’ অনুযায়ী গণগ্রন্থাগারকে সারাদেশের ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার সুপারিশ রয়েছে। এলক্ষ্যে, দেশের বেসরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহকে চিহ্নিতকরণ এবং অন্তর্ভুক্তিকরণসহ সেগুলোর উন্নয়নসাধনের সাথে জড়িত বিভিন্ন কার্যক্রমসমূহ সূচাঙ্গরূপে পরিচালনা এবং কার্যক্রমসমূহের সম্প্রসারণের জন্য বর্ধিত জনবলের স্থান সংকুলান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের বিদ্যমান অবকাঠামো সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

২. পটভূমিঃ

দেশের সমগ্র জনগোষ্ঠীকে বিজ্ঞান ও আধুনিক তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক সুবিধাদি সম্বলিত সময়-সাশ্রয়ী পাঠকসেবা ও তথ্যসেবা প্রদানের মাধ্যমে জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় বিকশিত ও সমৃদ্ধকরণের অভিলক্ষ্যে তৎকালীন সরকারের শিক্ষা বিভাগের ১০-০৫-১৯৯৫ তারিখের ১৪৯১-শিক্ষা সংখ্যক আদেশ বলে “সোস্যাল আপলিফট” প্রকল্পের অধীনে কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠার আনুষ্ঠানিক মঞ্জুরি প্রদান করা হয়। ১৯৫৮ সালের ২২ শে মার্চ ১০,০৪০ খানা পুস্তকের সংগ্রহ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় গণগ্রন্থাগারটির দ্বারোন্মচন করা হয়। ১৯৭৭ সালে গণগ্রন্থাগারটিকে শাহবাগ এলাকায় বর্তমান অবস্থানে নবনির্মিত ভবনে স্থানান্তরিত করা হয় এবং ০৬-০১-১৯৭৮ তারিখে নতুন ভবনে গ্রন্থাগারটির উদ্বোধন করা হয়। ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় কার্যালয় হিসেবে এ গ্রন্থাগারটি পরিচালিত হয়ে আসছে। বর্তমানে এটি দেশের গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থার মূল প্রতিষ্ঠান হিসেবেও কাজ করছে। ২০০৪ সালে সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের নাম পরিবর্তন করে “কেন্দ্রীয় গণগ্রন্থাগার” করা হয়। পরবর্তীতে ২০১০ সালে আওয়ামি সরকারের আমলে এটিকে “সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগার” হিসেবে পুনরায় নামকরণ করা হয়।

ঢাকা মহানগরীর শাহবাগ এলাকায় ৩.০২ একর জমির উপর সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারটি অবস্থিত। এখানে ৬২,৩০০ বর্গফুট ব্যবহারিক এলাকা নিয়ে একটি ত্রিতল লাইব্রেরি ভবন রয়েছে। এই ভবনে একটি সাধারণ পাঠকক্ষ, একটি বিজ্ঞান পাঠকক্ষ, একটি রেফারেন্স পাঠকক্ষ, বুক স্ট্যাক, পৃথকভাবে একটি শিশু-কিশোর শাখা, দুইটি সেমিনার কক্ষ, প্রশাসনিক এলাকা ও অন্যান্য আনুষঙ্গিক সুযোগ সুবিধাদি রয়েছে। এছাড়া এই ক্যাম্পাসে অত্যাবশ্যকীয় কর্মচারীদের জন্য ৮ ইউনিট বাসা, ২টি ৫০০ কেভিএ বৈদ্যুতিক সাবস্টেশন, ও ৫২৫ আসনের একটি মিলনায়তন রয়েছে যেটিকে ১৯৯৯ সালে কথাসিঙ্গি শওকত ওসমান এর নামে “শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন” হিসেবে নামকরণ করা হয়।

বর্তমানে এখানে সংগৃহীত বইয়ের সংখ্যা ২১৫৪৩২টি। এছাড়া পাঠকদের জন্য দৈনন্দিন ১৮টি বাংলা ও ৯টি ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা, ১৪টি বাংলা ও ৫টি ইংরেজি সাময়িকী সরবরাহ করা হয়। গ্রন্থাগারের চলমান সেবার মধ্যে রয়েছে পাঠক সেবা, রেফারেন্স সেবা, সাম্প্রতিক তথ্যজ্ঞাপন সেবা, পরামর্শক সেবা, নির্বাচিত তথ্য বিতরণ সেবা, পুস্তক লেনদেন সেবা, ফটোকপি সেবা, উপদেশমূলক সেবা এবং পুরাতন পত্রিকা সেবা। সর্বস্তরের জনসাধারণের পাঠ্যাভাস বৃদ্ধি এবং গ্রন্থাগারের প্রতি আকৃষ্ট করার নিমিত্তে গ্রন্থাগারের কিছ সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রমের সুপারিশ করা হয়েছে যেমন- বিভিন্ন জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে রচনা প্রতিযোগীতা, হাতের সুন্দর লেখা প্রতিযোগীতা, পাঠ প্রতিযোগীতা,

আবৃত্তি প্রতিযোগীতা, পাঠচক্র প্রতিযোগীতা ইত্যাদি। এছাড়া গ্রন্থাগার প্রদর্শনী, ওয়ার্কশপ এবং সেমিনারেরও আয়োজন করা হয়ে থাকে।

৩. ন্যায্যতা প্রতিপাদনঃ

প্রতিষ্ঠা পরবর্তীকাল থেকে এখন পর্যন্ত গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীনে বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৭১টি সরকারি গণগ্রন্থাগার পরিচালিত হয়ে আসছে। একই সাথে জনবল ও কাজের পরিধির সম্প্রসারণ ঘটেছে যার ফলে সদর দপ্তরের পুরাতন স্বল্প পরিসরের ভবনে দেশব্যাপী সেবা দেয়া কষ্টসাধ্য হয়ে পড়েছে। অথচ ১৯৫৮ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রন্থাগারের বর্তমান ভবনটি সংস্কার বা আধুনিকায়ন করার জন্য গত বাষট্টি বছরে কোনরূপ সামগ্রিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। বিভিন্ন সময়ে যে সব সমস্যা দেখা দিয়েছে তা সাময়িকভাবে সমাধান করা হয়েছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে উন্নত ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে গ্রাম পর্যন্ত গণগ্রন্থাগার কার্যক্রম সুসংগঠিত। বৈশ্বিক সামঞ্জস্যনীতি অনুকরণে “জাতীয় গ্রন্থনীতি-১৯৯৫” এবং “জাতীয় গ্রন্থাগার নীতি-২০০১” অনুযায়ী গণগ্রন্থাগারকে সারাদেশের ইউনিয়ন পর্যায়ে পর্যন্ত সম্প্রসারিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর হতে ইতোমধ্যেই এ সংক্রান্ত প্রকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। দেশের বেসরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহকে চিহ্নিতকরণ এবং অন্তর্ভুক্তিকরণসহ সেগুলোর উন্নয়নসাধনের দায়িত্বও গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের হাতে ন্যস্ত। উল্লিখিত কার্যক্রমসমূহ সুচারুরূপে পরিচালনা এবং কার্যক্রমসমূহের সম্প্রসারণের জন্য বর্ধিত জনবলের স্থান সংকুলান এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তির সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের বিদ্যমান অবকাঠামোর সম্প্রসারণ অত্যন্ত জরুরী হয়ে পড়েছে। এছাড়াও সদর দপ্তর সংলগ্ন কবি সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের পাঠক ও পুস্তক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় সেখানে স্বল্প পরিসরে সুষ্ঠু সেবার ব্যবস্থাপনাও কঠিনতর হয়ে পড়েছে। একইসাথে রাজধানীর সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের অন্যতম ক্ষেত্র হিসেবে কেন্দ্রীয় এই প্রতিষ্ঠানের শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তনটিও জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।

বর্ণিত অবস্থায় সদর দপ্তরে একটি অত্যাধুনিক বহুতল ভবন নির্মাণের প্রকল্প প্রণয়নের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদনের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে একটি সার-সংক্ষেপ প্রেরণ করা হয়। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের ভবনটি স্থানান্তরের প্রস্তাবও প্রেরণ করা হলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে নিম্নরূপে প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন (পরিশিষ্ট-১ দ্রঃ)ঃ

“পাবলিক লাইব্রেরি ভবন জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। এই ভবন ভেঙ্গে আধুনিক প্রযুক্তিসহ দৃষ্টিনন্দন লাইব্রেরি, অডিটোরিয়াম (বড়, মাঝারি, ও ছোট) ২/৩ ধরনের করা যেতে পারে। এই ভবনেই জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের জন্য আলাদা শাখা করা যায়। নতুন করে জায়গা খুঁজতে হবে না, যে জায়গা আছে সেখানেই পরিকল্পিত নকশা করলে সকলের ব্যবহারের জন্য সুব্যবস্থা রাখা যাবে। লাইব্রেরি কমপ্লেক্স গড়ে উঠবে।”

এবং বিগত ২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৭ তারিখে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণের নীতিগত অনুমোদন গ্রহণের নিমিত্তে প্রেরিত প্রস্তাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিম্নরূপ নির্দেশনা প্রদান করেন (পরিশিষ্ট-১ দ্রঃ)ঃ

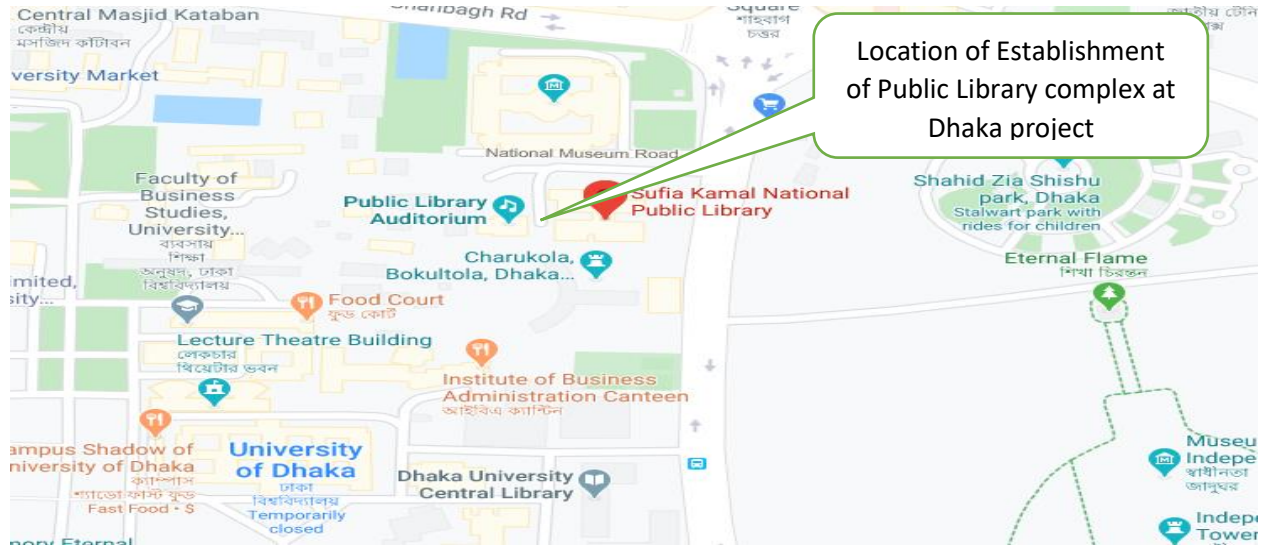
“পুরোন সব ভেঙ্গে আধুনিক স্থাপত্য অনুযায়ী বহুতল ভবন নির্মাণ, এই ভবনেই কবি সুফিয়া কামাল ও শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন নির্মাণের ব্যবস্থা নেয়া যায়।”

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রস্তাবিত ভবনের স্থাপত্য নকশা প্রণয়নের জন্য ইন্সটিটিউট অব আর্কিটেক্ট, বাংলাদেশ (IAB) এর সাথে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করা হয়। সমঝোতাপত্রের আলোকে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা আহবান করে প্রাপ্ত নকশাসমূহ হতে জুরি বোর্ডের মাধ্যমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী নকশা নির্বাচন করা হয়। অতঃপর প্রথম নির্বাচিত নকশাটি গত ১৬.১১.২০১৭ তারিখে তৎকালীন সংস্কৃতি বিষয়ক মাননীয় মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান নূরসহ সংস্থা প্রধানের উপস্থিতিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে দেখানো হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উক্ত নকশার উপর কিছু নির্দেশনা/পর্যবেক্ষণসহ নকশাটি অনুমোদনের পক্ষে অভিমত

ব্যক্ত করেন। সর্বশেষ ০৪.০৯.২০১৯ তারিখে সচিব, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা মোতাবেক ৩টি বেইজমেন্টের স্থলে ২টি বেইজমেন্ট রেখে বাস্তবভিত্তিক সংশোধিত নকশা অনুযায়ী ভবন নির্মাণের অনুমতি প্রদান করা হয়। সংশোধিত অনুমোদিত স্থাপত্য নকশা গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক তৈরিকৃত ব্যয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে এবং ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেড এর ব্যয় প্রাক্কলন অনুযায়ী ডিপিপি পুনর্গঠন করে তা পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়। চূড়ান্তকৃত নকশা অনুযায়ী ইতোমধ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক নির্মাণ কাজের ব্যয় প্রাক্কলন করা হয়েছে।

৪. প্রকল্পের অবস্থানঃ

প্রকল্পটি ঢাকা জেলার শাহবাগ থানার অন্তর্গত শাহবাগ জাতীয় জাদুঘরের সন্নিহিতে অবস্থিত। প্রকল্পটির সঠিক অবস্থান ২৩°৪৪.২৫' উঃ এবং ৯০°২৩.৬৭' পূঃ।



ফটোঃ সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারের বর্তমান অবস্থা

৫. প্রকল্পের অবকাঠামোগত সম্ভাব্যতাঃ

প্রকল্পটি ১:১.২৫:২.৫ কংক্রিট সহ একটি অনাবাসিক, বিশেষ শ্রেণীর আরসিসি (RCC) ফ্রেম স্ট্রাকচারে নির্মিত হবে। প্রকল্পটি চূড়ান্ত পর্যায়ে ২টি বেইজমেন্টসহ ১১তলা ভবনে পরিণত হবে। প্রকল্পটির প্রযুক্তিগত নির্মাণ বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপঃ

Building Type	:	Non-Residential
Building Category	:	Special
Type of Structure	:	RCC Frame Structure with 1:1.25:2.5 Concrete (Stone Chips)
Foundation For	:	11-Storey (including 2-Basement)
Foundation Type	:	Pile Foundation
Basis of Estimate	:	PWD Schedule of Rates and Market Price
To Be Constructed	:	11-Storey (including 2-Basement)
Plinth Area	:	604277.00 Sft / 56138.70 Sqm

গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর সমন্বিত কমপ্লেক্সের প্রযুক্তিগত এবং অবকাঠামোগত নকশা কাঠামোগতভাবে নিরাপদ এবং প্রযুক্তিগতভাবে সুরক্ষিত (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)। প্রকল্পটি কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জমিতে বাস্তবায়িত হবে যার কারণে ভূমি অধিগ্রহণ সহ অন্যান্য কর্মকাণ্ডে কোন সমস্যা হবে না। বর্তমানে উক্ত প্রকল্প এলাকায় আরো কয়েকটি মেগা বिल्ডিং প্রকল্প রয়েছে। যার কারণে এই নতুন ভবনটি অত্র অঞ্চলে একটি নিরাপদ কাঠামো হিসেবে পরিলক্ষিত হবে (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

৬. পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়নঃ

৬.১ সম্ভাব্য প্রতিকূল প্রভাবঃ

প্রকল্প নির্মাণের সময় প্রধানত বায়ু মান ভৌত পরিবেশগত নেতিবাচক প্রভাবসমূহের মধ্যে উপস্থিত হতে পারে। নির্মাণ পরবর্তী কার্যক্রমের সময় বায়ু মানের উপর নেতিবাচক প্রভাবগুলি যানবাহনের নিষ্কাশন নির্গমনকারী দূষিত পদার্থ থেকে উদ্ভূত হতে পারে। ফলশ্রুতিতে বায়ু স্বল্প আকারে দূষিত হতে পারে। নির্মাণ কাজের সময় শব্দ স্তরের উপর কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে। গাছপালা কেটে ফেলার কারণে জৈবিক পরিবেশের উপরও কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে।

৬.২ প্রশমন ব্যবস্থাঃ

শুষ্ক মৌসুমে কাজের পরিধি কমাতে হবে। ধূলিকণার ঝুঁকি কমাতে পর্যাপ্ত পানি ছিটাতে হবে এবং শব্দ দূষণ কমাতে যথাসম্ভব কম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতে হবে। সাইট পরিদর্শন, নির্মাণ ক্যাম্পের সামগ্রিক অবস্থা, ভূউপরিস্থ পানির মান, পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রস্তাবিত পদ্ধতি অনুসারে ইট, বিটুমিন ও সিমেন্ট সুবিধা তদারকি, শব্দ ও কম্পন যাচাই এবং স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বিষয়াদি যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

৬.৩ পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনাঃ

প্রকল্প বিনির্মাণ এবং পরিচালনা পর্যায়ে কোনরকম বিরূপ প্রভাব এড়াতে পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় যা প্রকল্পের পরিবেশগত বিধান এবং যথাযথ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে।

- অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য প্রভাবগুলি স্বল্প-মেয়াদি এবং গৌণ প্রকৃতির। প্রস্তাবিত প্রশমন পদক্ষেপ গ্রহণ এবং পরিবেশ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রত্যাশিত প্রতিকূল প্রভাবগুলি ব্যাপকভাবে নিয়ন্ত্রণ, হ্রাস বা দূরীভূত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- পরিবেশগত সুবিধার দিক থেকে প্রকল্পটির প্রস্তাবিত অবস্থান গ্রহণযোগ্য।

৭. পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণঃ

প্রকল্পের দীর্ঘ সময়ের স্থায়িত্ব এবং পরিষেবাদি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মূল প্রকল্পের বিভিন্ন উপাদান, পরিষেবা এবং প্রকল্প কাঠামো পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম হিসেবে বিবেচিত হবে। উক্ত কার্যক্রমের মধ্যে

সাপ্তাহিক বা মাসিক ভিত্তিতে রুটিন মাসিক পরিদর্শন, দু'বছর পর সাধারণ পরিদর্শন এবং প্রতি পাঁচ বছর অন্তর অন্তর মূল্য তদারকি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৮. অর্থনৈতিক মূল্যায়নঃ

এই ভিত্তি প্রকল্পের সার্বিক ব্যয় হবে ৪৫১২৩.৯৭ লক্ষ টাকা মাত্র। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১৪টি সেগমেন্টে বাস্তবায়িত হবে। সেগমেন্টগুলো নিম্নরূপঃ

Abstract of Cost				
Sl No.	Description of Items	Unit	Area (Sqm)	Estimated Cost in Taka
01	Construction of Library Building	Sqm	66571.72	Tk 3409210075.94
02	Residential Building	Sqm	1687.21	Tk 69401665.67
03	Under Ground Water Reservoir	Gal	100000	Tk 7700000.00
04	Sinking of 6-inch deep Tube Well	Job	1.00	Tk 9302042.06
05	External Electrification	Job	27.00	Tk 66930000.00
06	Steel Structure Building	Sqm	5273.13	Tk 175956000.00
07	Approach Road	Sqm	929.02	Tk 2554812.34
08	Construction of Compound Drain	Rm	273.59	Tk 1335409.47
09	Construction of Boundary Wall	Rm	502.90	Tk 14013651.03
10	Construction of Guard Shed	Job	1.00	Tk 500000.00
11	Supplying of Furniture	Nos	5499.00	Tk 147479630.00
12	Soil Investigation	Job	1.00	Tk 2500000.00
13	Testing of Materials	Job	1.00	Tk 1000000.00
14	Arboriculture/Land Scaping	Job	1.00	Tk 5000000.00
Grand Total				Tk 4513297272.53
In Words: Forty-Five Thousand One Hundred Thirty-Two Point Nine Seven Lac only				

প্রকল্পের অর্থনৈতিক মূল্যায়নের সিদ্ধান্তে পৌছাতে লাভ-ক্ষতির তুলনা এবং মোট বর্তমান মূল্য, লাভ-ক্ষতি অনুপাত, ও আভ্যন্তরীণ ফেরতের হার খুঁজে বের করা হয়েছে। সকল ফাইল সংযুক্ত করা হল (পরিশিষ্ট-২ দ্রষ্টব্য)।

৯. সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণঃ

প্রকল্পের লাভ-ক্ষতি প্রাক্কলন ও অভিক্ষেপের উপর নির্ভর করে। বাস্তবে এটি প্রকৃত ব্যয় এবং উপলভ্য সুবিধার সাথে পরিবর্তিত হতে পারে। প্রকল্পের যৌক্তিকতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনপূর্বক প্রতিটি বিকল্প পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সংবেদনশীলতা বিশ্লেষণ সাপেক্ষে প্রকল্পটি গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

১০. উপসংহারঃ

১০.১ কাঠামোগত রূপরেখাঃ

কাঠামোগত দিক থেকে বিবেচনা করলে দেখা যায় এই যৌথ ভবনটি নিরাপদ ও প্রয়োজনীয় মানদণ্ড অনুসারে নির্মিত হবে বলে বিবেচিত (পরিশিষ্ট-১ দ্রষ্টব্য)।

১০.২ ভিত্তির ধরণ বিবেচনাঃ

এই ভবনের ভিত্তি কাঠামোগত কার্যক্রম এবং বিভিন্ন নকশাগত দিক সম্পন্ন করতে পর্যাপ্ত ধারণ ক্ষমতা এবং অন্যান্য সুবিধাদি নিতে যথেষ্ট সক্ষম। নকশা অনুসারে ভবনের প্রকল্প কার্যক্রম আরো অধিকতর মাত্রায় প্রকৌশল কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী। ভবনের ভিতরের নকশা যথেষ্ট যুগোপযোগী এবং আন্তর্জাতিক মানের যা দর্শনার্থী, শিক্ষার্থী এবং কর্মকর্তাদের জন্য গ্রহণযোগ্য ও আরামদায়ক (পরিশিষ্ট-৩ দ্রষ্টব্য)।

১০.৩ সামাজিক এবং পুনর্বাসনের প্রভাব বিবেচনাঃ

বর্তমান অবস্থা এবং অত্র বিভাগের অন্যান্য কর্মকর্তাদের ভাষ্য বিবেচনায় এখানে সামাজিক এবং পুনর্বাসনমূলক কোন প্রভাব বিদ্যমান নেই। প্রকল্পটি অত্র বিভাগের নিজস্ব জায়গায় অবস্থিত হওয়ায় তা বাস্তবায়নের জন্য কোন পুনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা নেই।

১০.৪ পরিবেশগত দিক বিবেচনাঃ

সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব, প্রস্তাবিত সুনির্দিষ্ট প্রশমন ও পর্যবেক্ষণমূলক পদক্ষেপ এবং উদ্ভূত সুবিধাদির উপর সমালোচনামূলক পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে প্রস্তাবিত স্থানে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে তা পার্শ্ববর্তী পরিবেশের গুণগতমান এবং বিদ্যমান সম্পদের উপর কোন বিরূপ প্রভাব ফেলবে না।

১০.৫ অর্থনৈতিক ন্যায়সঙ্গতাঃ

এই ভিত্তি প্রকল্পের সার্বিক ব্যয় হবে ৪৫১২৩.৯৭ লক্ষ টাকা মাত্র। প্রকল্পটির মোট ব্যয় ১৪টি সেগমেন্টে বাস্তবায়িত হবে। প্রকল্পটির ব্যয় গণপূর্ত অধিদপ্তরের বর্তমান শিডিউল রেট অনুযায়ী করা হয়েছে যা চলমান বাজার দর অনুযায়ী ন্যায়সঙ্গত এবং সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত নীতিমালাকে অনুসরণ করে। বর্তমান প্রস্তাবিত মূল্যায়িত সময়ে বিভিন্ন অর্থনৈতিক মানদণ্ডে করা অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ থেকে ইহা প্রতিয়মান হয় যে, প্রকল্পটি অর্থনৈতিকভাবে টেকসই এবং বিনিয়োগ অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত।

১১. মতামত ও সুপারিশঃ

ক.	উন্নত গণগ্রন্থাগার ব্যবস্থা ও সেবা যেকোন লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সহায়ক। সাংস্কৃতিক উন্নয়নেও প্রকল্পটি সরাসরি ভূমিকা পালন করবে। প্রকল্পটিতে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও সামাজিক সম্মেলনের জন্য উন্মুক্ত স্থান থাকায় সাংস্কৃতিক উন্নয়ন এবং সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া টেকসই শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রেও গণগ্রন্থাগারের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। গ্রন্থাগার ব্যবহার করে পাঠ সহায়ক গ্রন্থের পাশাপাশি লেখকের জীবনী ও ইতিহাস থেকে পাঠকরা নিজেদের প্রয়োজনমতো জ্ঞান অর্জনের সাথে সাথে নিজেদের সৃজনশীলতার উন্মেষ ঘটাতে সক্ষম হবে।
খ.	গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের বহুতল ভবন নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে দেশব্যাপী উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত সরকারি ও বেসরকারি গণগ্রন্থাগারসমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা, তদারকি, উন্নয়ন এবং সাংস্কৃতিক সম্প্রসারণমূলক কার্যক্রম গ্রহণসহ অনলাইন গ্রন্থাগার সেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ সম্ভব হবে এবং মননশীলতা বিকাশের মাধ্যমে নেশামুক্ত, জঙ্গিবাদমুক্ত ও সন্ত্রাসমুক্ত বাংলাদেশ গঠনে গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।
গ.	প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে অধিক সংখ্যক ব্যবহারকারী গণগ্রন্থাগার সেবা গ্রহণ করবে যা জ্ঞানভিত্তিক মননশীল সমাজ গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। অপরদিকে, পাঠকদের মধ্যে যারা চাকুরিভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবে তাদের সফলতা বৃদ্ধি পাবে। ব্যবসা সংক্রান্ত বই ও তথ্যের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থান এবং ব্যবসায়িক উদ্যোগ বৃদ্ধি পাবে যা পরোক্ষভাবে অর্থনীতিতে ভূমিকা রাখবে।
ঘ.	নারীদের জন্য বিশেষ কর্ণার সুষ্ঠু পরিবেশে নারীদের জ্ঞান, দক্ষতা, বিভিন্ন সমস্যা নিরসনে আত্মবিশ্বাস ও তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। সিনিয়র সিটিজেন কর্ণারের মাধ্যমে বয়োজ্যেষ্ঠদের অবসর কাটানো, মানসিক অবসাদ দূরীভূতকরণ এবং বিনোদনের অন্যতম ক্ষেত্র হয়ে উঠবে গণগ্রন্থাগার।
ঙ.	প্রস্তাবিত প্রকল্পটি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের মাধ্যমে গণগ্রন্থাগার শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন, স্ব-শিক্ষা অর্জন, এবং মানব-সম্পদ উন্নয়নের পাশাপাশি দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ব্যাপকতর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে বলে মনে করি।

পরিশিষ্ট-১



পরিশিষ্ট-ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রণালয় : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিভাগ :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য

সার-সংক্ষেপ

বসাত : ৪৩.০০.০০০০.১১৩.১৮.০২৮.১৪-৪৯০

তারিখ : ১০ জুলাই ২০১৪

বিষয় : সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বর্তমান স্থান থেকে একটি উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তরের বিষয়ে নীতিগত অনুমোদন।

১৩। ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বর্তমানে ঢাকার বুলুচন্দ্র এলাকায় অবস্থিত। বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটির কর্মপরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রয়োজনীয় কক্ষ, উপযুক্ত অডিটোরিয়াম, মিনি অডিটোরিয়াম, সভাকক্ষ, অতিথিকক্ষ, সেমিনারকক্ষ এবং পাঠ্য পুস্তক সুবিধাসহ অন্যান্য দাপ্তরিক সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় স্থান অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। উপরন্তু, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের মত একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান এবং সৃজনশীল কর্মকাণ্ড পরিচালনার জন্য বর্তমান স্থানটি আরো উপযুক্ত নয়।

১৪। এমতাবস্থায়, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বর্তমান স্থান থেকে একটি উপযুক্ত স্থানে স্থানান্তর করার অনুমোদন প্রদানের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানিয়েছে (সংখ্যা-১)।

১৫। অনুচ্ছেদ ০২ এর ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। অনুমোদন প্রার্থনায় বিষয়টি উপস্থাপিত হলো।

১৯.০৩.১৪

ড. রঞ্জিত কুমার বিশ্বাস, এনডিসি
সচিব

১৯.০৩.১৪

শেষ হাঙ্গামা
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

১৬। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের বর্তমান অবস্থান এবং স্থানান্তরের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়েছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

अज्ञानालयः संस्कृति विषयक महानालय

বিভাগ :

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্য

সার-সংক্ষেপ

তারিখ : ২৩ সেপ্টেম্বর

रकम : 80,00,0000.110.14.028.18-228

সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক গণপ্রজ্ঞাপার অধিদপ্তরের জন্য বহুতল ভবন নির্মাণের নীতিগত অনুমোদন প্রদান।

১২। গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের সদর দপ্তর ও ঢাকাস্থ সুফিয়া কামাল জাতীয় গণগ্রন্থাগারটি রাজধানীর কেন্দ্রস্থল শাহবাগে অবস্থিত একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সরকারি প্রতিষ্ঠান। দেশের সর্ববৃহৎ এ গণগ্রন্থাগারটি রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীসহ সারা দেশের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার পাঠক ও গবেষকগণের তথ্যভান্ডার হিসেবে কাজ করছে। বর্তমান সরকারের 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' গড়ার কার্যক্রম হিসেবে 'অনলাইন ডিজিটাল লাইব্রেরি সার্ভিস' কার্যক্রমও সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় তিন হাজার পাঠক এই গণগ্রন্থাগারটি ব্যবহার করে থাকেন। প্রতিনিম্নত পাঠক সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে বর্তমানে পাঠকক্ষে পাঠকদের স্থানসংকুলান সম্ভব হচ্ছে না। বিদ্যমান তিন তলা ভবনটি ১৯৭৭ সালে নির্মিত নিম্নোক্ত ক্রমবর্ধমান চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রসারণ করা সম্ভব নয় বলে গণপূর্ত অভিমত দিয়েছে।

৩৩। পাঠকসেবা ছাড়াও গোটা চতুরটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের একটি যথোপযুক্ত স্থান হিসেবে সকলের নিকট পরিচিত। এখানে একটি ৫২৫ আসনের মিলনায়তন এবং যথাক্রমে ১২৫ ও ৭৫ আসনবিশিষ্ট দুটি সেমিনার কক্ষ রয়েছে। উল্লেখ্য, বিদ্যমান ৫২৫ আসনের 'শওকত ওসমান শ্মৃতি মিলনায়তনটি' ১৯৭৮ সালে নির্মাণকালে একবার ছাদ ধ্বসে পড়ে যায়। পরে ছাদ পুনর্নির্মাণ করে চালু করা হলেও তাতে নানাবিধ ত্রুটি বিদ্যমান থেকে যায়। গণপূর্ত অধিদপ্তরের মাধ্যমে মিলনায়তনটি মেরামত ও সংস্কার বাবদ এ পর্যন্ত পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করা হলেও ছাদের ত্রুটি সারানো সম্ভব হচ্ছে না। দর্শকদের আসন, মঞ্চ, প্রজালনকক্ষ ও মঞ্চের সামনের ও পেছনের ব্যালান্ডার ছাদে সমস্যা বিদ্যমান থাকায় বর্তমান অবস্থায় মিলনায়তনটিতে কোনো অনুষ্ঠান করা ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। এ পরিস্থিতিতে বিদ্যমান শওকত ওসমান শ্মৃতি মিলনায়তনটি ভেঙ্গে ভদ্রস্থলে নতুন করে একটি ১৩ তলা বিশিষ্ট যন্ত্রাগারভবন নির্মাণের মাধ্যমে একটি আধুনিক শওকত ওসমান শ্মৃতি মিলনায়তন তৈরিসহ ডিজিটাল লাইব্রেরি-সেবা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। উল্লেখ্য, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মোট ৩.৬৮ একর জমি রয়েছে। বিদ্যমান ভবনের পশ্চিম পার্শ্ব মাস্টার প্লান শ্রণান করে একটি বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য যথেষ্ট জায়গা আছে।

০৪। এমতাবস্থায়, গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের স্থাপত্যশৈলী বজায় রেখে বাস্তব চাহিদার আলোকে বিন্যস্ত মিলনায়তনটি ভেঙ্গে নতুন করে একটি বহুতল 'গ্রন্থাগার ভবন' এবং শওকত ওসমান স্মৃতি মিলনায়তন নির্মাণ বিষয়টি জরুরি হয়ে পড়েছে (গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তরের পত্র: সংলগ্নী-১)।

১২। ৭৪। অনুচ্ছেদ ০৪ বাস্তবায়নের উদ্যোগ হইলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সামগ্রিক সম্মতি কামনাগত বিষয়টি উপস্থাপন করা হইবে।

ड. कपलिव कुमार विश्वास, कला शिक्षक
प्रहिय

আসাদুজ্জামান নূর এমপি.
মাননীয় মন্ত্রী ২৬.২.৭৯

09. बाल्यना कवच ।

[Handwritten notes in Hindi, mostly illegible due to blurring and bleed-through from the reverse side.]

পরিশিষ্ট-২

পরিশিষ্ট-৩